‘নিকোবরে’

অভিজ্ঞেরা ব’লে দিয়েছেন-খিদিরপুরের ডকে
একটু আগে পৌছোনো চাই-রাস্তায় ‘জ্যাম’ থাকে।
দুপুর দুটোয় হাজিরা দিই-মানুষ শত শত-
গরীব যাত্রী, সাহেবসুবো, বাবুমশাই কতো!

সান্ত্রীকজন যাত্রী দেখে-বোচকা, বাক্স, প্যাটরায়-
‘নিরাপত্তার’ চিহ্ন লাগায়-সচকিত তৎপরতায়।
নিরাপত্তার নিখুঁত নিশ্চয় যাত্রী দলের এই করেই হয়
যাত্রী ভাবে এই বার তবে, ভয় নাই আর বারুদ, বোমার ধমাকায়!

নিরাপত্তার চৌকাঠ ছাড়তেই ‘মেডিকেলের’ লাইন
সারি বেঁধে দাঁড়ায় সবাই এমনতরই আইন।
সে এক দৃশ্য, বিশাল বিশ্ব-নানান দেশের লোকে
লুঙ্গি জামা গেঞ্জি গায়, জর্দাভরা পান খায়, কেউ বিঁড়ি ফোঁকে!

নির্বিকার ভদ্রজন আস্তে আস্তে লাইনে এগোন-মিষ্টি কথার ফাঁকে
চতুর কজন গল্প জমিয়ে লাইনের মাঝে ঢোকে!
অনেকেই ক্রুদ্ধ হ’ন প্রতিবাদে সক্রিয় হ’ন-লাইনের নিয়ম সবাকার
সান্ত্রীরা তামাশা দেখেন, অন্য কজন মুচকি হাসেন-নির্বিকার ‘নিকোবর’!

জেটির মুখে শেষটায় অতিশয় পুলিস পাহারায় একজন একজন করে
কর্তৃপক্ষ বিদায় দিলেন সব যাত্রীদের শেষটায়, কাষ্ঠ-হাস্য সেরে।
সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে চড়ার কঠিন পরের পরীক্ষায়
প্রথম পর্ব সমাপ্ত হোলো চমক লাগানো অভিজ্ঞতায়!

কেবিনযাত্রীর 'স্ট্যাটাস্' আছে-'সূচনাডেস্ক' থেকে
মিষ্টি হেসে কেবিন দেখান 'নিকোবরের' লোকে।
কেবিনে ঢুকে বাথরুম, খাট-বিছানা দেখে
এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হই-তদন্তে যাই 'ডেকে'।

এবার তবে চলার পালা-'নিকোবর' হাসে,
আমরা ক'জন স্বপ্ন দেখি ডিসেম্বরের উনত্রিশে।
জাহাজ ছাড়ে শেষটায়-কোলকাতার সন্ধ্যায়
এবার বুঝি শুরু হবে পুলকিত অধ্যায়!

'খাবার' ছিল সঙ্গে আনা-আহারাদির শেষে-
কখন সবাই ঘুমের ঘোরে অচিনপুরের দেশে!
ঘুম ভাঙ্গলে সকাল বেলায় ডেকের উপর এসে
শুনতে পেলাম 'নিকোবর' গঙ্গার কোলেই বসে!

মা গঙ্গায় নেই জল-ভীষণ ভাঁটার টানে
'নিকোবর' গুটিয়ে আছেন, তাকিয়ে জোয়ার পানে
আসলে জোয়ার তবেই তাঁহার জাগবে আশা প্রাণে
তবেই তিনি নবোদ্দমে যাবেন আন্দামানে।

জোয়ার একটা এলো বটে ওই দুপুরের দিকে
সে জোয়ারে 'জান' ছিলো না-কিছুক্ষণ থেকে
ভাঁটার টানে হার মানলো-তারি ফাঁকে ফাঁকে
'নিকোবর' পাড়ি দিলেন মহাসমুদ্রের দিকে।

হৈ চৈ হট্টোগোলে রাত্রি গেল কেটে
'নিকোবর' উঠল জেগে একত্রিশের প্রাতে!

এইবার 'নিকোবর', মত্তবেগে ধায়-মত্তহস্তী বটে-
অল্পক্ষণে পৌঁছে যায় বঙ্গোপসাগরে পটে।

উপসাগরের একি রূপ-গাঢ়ো, কালছে নীল, সবুজ, ভয়ঙ্কর!
অন্তহীনে গিয়েছে মিশে, সর্বশেষে এ জলধি, নীলাকাশ বরাবর
'নিকোবরে' 'ডেকে' দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি
বিহ্বল হয়ে এক দৃষ্টে দিগন্তে চেয়ে থাকি।

জলধির এই রং দেখেই বুঝি গোরা শাসনের কালটায়
'কালাপানি' নাম হয়েছিলো এমন যাত্রার সেই সময়টায়-
কতো শতো মানুষ এসেছে এই আমাদের মতো
মহাসমুদ্রের রূপ দেখেছে-ভীত হয়েছে কতো!

'নিকোবরে' 'ডেকে' দাঁড়িয়ে বাস্তবে ফিরি আচমকা বড় এক ঝট্‌কায়
তাকিয়ে দেখি বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে 'নিকোবরে' দেহটায়।
নানান স্থানের মানুষ এসেছে আমাদের মতো যাত্রায়
মহাসমুদ্রের এই রূপ দেখে ভয়ভীত তাঁরাও, আমার মতো অতি মাত্রায়!

'নিকোবর'-এর লোকজন দৌড়ে এসে 'ডেকে' চেঁচিয়ে ক'ন
'ঝড় উঠেছে ভিতরে যান, 'ডেকে' এখন আর নিরাপদ নন।
অগ্রাহ্য করে অবহেলায়, 'নিকোবর' আন্দামান যায়
সব যাত্রীদের অভয় দিয়ে-অবিশ্বাস্য আত্মপ্রত্যয়!